জুম্ম সংবাদ বুলেটিন

পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অনিয়মিত মুখপত্র

বুলেটিন নং ৭, ২য় বর্ষ, রবিবার, ৩১শে মে, ১৯৯২

গণহত্যা । আর কত গণহত্যা ?

পানছড়ি গনহত্যায় (৮ই ডিসেম্বর, ১৯৭১) খীর মুক্তিবাহিনীর কোতল থেকে গুরুতরভাবে আহত হয়ে বেঁচে যাওয়া শ্রীমতি প্রমিলা চাকমা ও শ্রীকল্পতরু চাকমা।

কলমপতি গণহত্যায় (২৫শে মার্চ, ১৯৮০) গুরুতরভাবে আহত কচুখালী বৌদ্ধ বিহারের এক পুরোহিত।

শ্রীমান তপন চাকমা। তিন বৎসর বয়সে ১লা মে, ১৯৮৬ সনে পানছড়ি গণহত্যায় গুরুতরভাবে আহত।

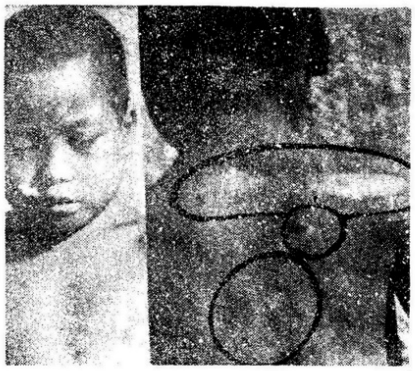

শ্রীমতি সুবোধিনী ত্রিপুরা। ২৮ বৎসরের এক গৃহবধু। রামবাবু ঢেবা গনহত্যায় (১৮ মে, ১৯৮৬) মারাত্বকভাবে আহত।

৮ বৎসরের অবোধ শিশুকন্যা মিলিত্তি চাকমা। চঙরাছড়ি হত্যাকান্ডে (১৯ ডিসেম্বর, ১৯৮৬) গুরুতরভাবে আহত হয়ে আশ্চর্য্যজনকভাবে বেঁচে গিয়ে সাক্ষী হয়ে আছে।

প্রচ্ছদ ছবি পরিচিতি:
ডানে: ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২ সালে সংঘটিত মাল্যা হত্যাকান্ডের শিকার শ্রীমতী সুরদিনী চাকমা ও তার ২ বৎসরের কন্যা চিগোন মিলা।
বামে: ঐ হত্যাকান্ডে নিহত কতিপয় জুম্ম।

উক্তি: "মনুষ্যত্ব! মনুষ্যত্ব! আমি আজ তোমার দ্বারে ভিখারী"- রঁম্যা রঁল্যা

সম্পাদকীয়

ঘটনাবহুল ১৩৯৮ বাংলা সনটি রক্তাপ্লুত হয়ে বিদায় নিল জুম্ম জনগণের জাতীয় জীবন থেকে। লোগাং ছড়ার বিরান ভূমিতে এঁকে দিয়ে গেল আন্দোলনের কঠিন বাস্তবতার রক্তাক্ত ছাপ। ছিনিয়ে নিয়ে গেল অনেক জুম্ম নর নারী, শিশু-বৃদ্ধের নিষ্পাপ জীবন। জুম্ম জাতীয় ইতিহাসে সংযোজিত হলো এক বিষাদময় রক্তাক্ত অধ্যায়।

স্বৈরাচারী ও অগণতান্ত্রিক সরকারের নিপীড়ন-নির্যাতনে ক্ষতবিক্ষত বছরের ও অনাগত নতুন বছরের ক্রান্তিলগ্ন—চৈত্রসংক্রান্তি তথা জুম্মদের জাতীয় উৎসব 'বিজু'র পূর্বমুহূর্তে সংঘটিত হলো লোগাং গুচ্ছগ্রামে এক নির্মম হত্যাকাণ্ড। 'বিজু' উৎসবের সমস্ত আনন্দোচ্ছাসকে বিষাদময় ও ম্লান করে দিল স্বৈরাচারী খালেদা জিয়া সরকারের খুনী বিডিআর, ভিডিপি বাহিনী ও অনুপ্রবেশকারী মুসলমান হায়েনারা। প্রকৃতির নির্মল স্রোতস্বিনী লোগাং ছড়াতে বইয়ে দিল সত্যিকারের রক্তের গঙ্গা। জুম্মদের পাঁচ শতাধিক ঘরবাড়ী নিঃশেষ হয়ে গেল হায়েনাদের প্রজ্বলিত লেলিহান অগ্নিশিখায়। অসহায় আত্ম মানবতা ভুলুণ্ঠিত হলো বিডআর ও ভিডিপি ঘাতকদের অব্যর্থ গুলিবর্ষণে, হাজারো আতংকিত জুম্ম নর-নারী, শিশু-বৃদ্ধ প্রাণস্পন্দন নিয়ে আশ্রয় নিল ঝোপঝাড়, বনেজঙ্গলে। প্রকৃতির মায়াবী কোলে চিরতরে ঘুমিয়ে পড়লো অনেক তাজা প্রাণ। খরারৌদ্রুর চৈত্র দুপুরের উত্তপ্ত আকাশ বাতাস অসহায় জুম্ম নরনারীর আর্তচিৎকার ও হাহাকারে বিদীর্ণ হলো হায়েনাদের উন্মুক্ত পাশবিক লালসায়।

যে জুম্মরা শান্তির অন্বেষায় ও সরল সহজ জীবনের প্রত্যাশায় থাকতে চেয়েছিল লোগাং গুচ্ছগ্রামে তারাই আজ শিকার হলো উগ্র জাতীয়তাবাদ ও ঐস্লামিক সম্প্রসারণবাদের করাল গ্রাসে। বস্তুতঃ তাদের এই পরিণতি যেমন অপরিনামদর্শিতার তেমনি গুচ্ছগ্রাম-শান্তিগ্রাম-বড়গ্রামে বন্দীকৃত জুম্মদের বিশেষ সময়ে পাইকারীভাবে হত্যা করার সরকারের পরিকল্পিত পাশবিক জিঘাংসার। তাই এই লোগাং হত্যাকাণ্ড আজ দিক নির্দেশ করছে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন ও এসব বন্দী শিবিরে বসবাসের নির্মম বাস্তবতাকে। অতএব ইহা স্পষ্ট যে, এসব গ্রামে বসবাসরত অন্যান্য জুম্মদেরকে অদূর ভবিষ্যতে একদিন একই পরিণতির শিকার হতে হবে নির্দ্বিধায়।

এ হত্যাকাণ্ড জুম্মদের জাতীয় উৎসব বিজু'র সকল আনন্দোচ্ছাসকে করেছে বিষাদময়। পিতৃ-মাতৃহারা অনাথ নিষ্পাপ শিশুর কান্নার রোল, সন্তান হারা মায়ের ক্রন্দন, বৃদ্ধ-বৃদ্ধার করুণ আর্তনাদ, প্রিয়জন হারা পিতৃ হৃদয় আজ হতবিহ্বল। সভ্য মানবতা আজ অবলুণ্ঠিত। তাই তো 'মূল বিজুর' দিনে শোকার্ত আপামর জুম্ম জনতাকে রাজপথে নামতে হয়েছে প্রতিবাদ ও শোক জানাতে। নববর্ষকে বরণ করতে হয়েছে স্বজন হারানোর সমবেদনা নিয়ে।

এ হত্যাকাণ্ডের সবচেয়ে নির্মম পরিহাস হচ্ছে, এ জঘন্য পাশবিক নারকীয় হত্যাকাণ্ডকে ধামাচাপা দিতে স্বৈরাচারী সরকার আজ সকল ছল-চাতুরীর আশ্রয় নিয়েছে। নিহতদের কোন লাশ আত্মীয়-স্বজনকে ফেরৎ দেয়নি। দুঃস্থদের সামান্যতম সহানুভূতি দেখায়নি অথচ এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের দায় দায়িত্ব শান্তি বাহিনীর ঘাড়ে চাপানোর অপচেষ্টা শেষ হয়নি।

পরিশেষে বলা যায়, নিহত জুম্মদের এই রক্তদান জুম্মদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে আরো রক্তাক্ত পিচ্ছিল পথে এগিয়ে নেবে অপ্রতিরোধ্য গতিতে। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন এগিয়ে যাবে। জুম্মদের রক্ত বৃথা যেতে পারে না। উগ্র ঐস্লামিক সম্প্রসারণবাদে কবলিত পার্বত্য চট্টলার নির্মম বাস্তবতা আজ জুম্ম জনতাকে বার বার আহ্বান জানাচ্ছে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে জোরদার করতে সংগ্রামী চেতনাকে নিয়ে এগিয়ে আসতে আর মরণপণ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে।

গণহত্যা

—শ্রীজগদীশ ও শ্রীউসানু

গণহত্যা হচ্ছে মানুষের জঘন্যতম অপরাধ। সৃষ্টির আদিকাল থেকে গণহত্যা সংঘটিত হয়ে আসছে সবচেয়ে হীন উদ্দেশ্যে। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যুদ্ধরত দেশ বা জাতির মধ্যে সবচেয়ে বেশী গণহত্যা সংঘটিত হয়। শত্রু অথবা অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের নির্মূল করার সবচেয়ে কার্যকরী উপায় হলো এ গণহত্যা।

মানব জাতির সমাজ বিবর্তনের ধারায় দেখা যায়, দাস সমাজ ব্যবস্থায় এ গণহত্যার সূত্রপাত হয়। তখন এক মানব গোষ্ঠী অপর মানব গোষ্ঠীকে আক্রমণ করেছে, বশে এনে দাসে পরিণত করেছে। এ সময় অনেক মানব গোষ্ঠী গণহত্যার শিকার হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এর পর প্রতিটি সমাজ ব্যবস্থায় এ গণহত্যা সংঘটিত হয়ে আসছে। ইদানিং উন্নত দেশ ও জাতির মধ্যে অতি তুচ্ছ কারণে নিরপরাধ মানুষ হত্যার শিকার হচ্ছে। আর অপেক্ষাকৃত অনুন্নত বা উন্নয়নশীল বিশ্বে এ গণহত্যার শিকার হচ্ছে সম্প্রসারণবাদী আগ্রাসী জাতি কর্তৃক অস্তিত্ব রক্ষায় সংগ্রামরত পশ্চাদপদ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসমূহ। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনরত জুম্ম জাতিসত্বা এর প্রকৃত উদাহরণ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের দশ ভিন্ন ভাষাভাষি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্বা—চাকমা, মারমা ত্রিপুরা, বোম, খিয়াং, পাংকু, মুরুং, চাক, লুসাই ও খুমী তথা জুম্ম জনগণ আজ প্রতিনিয়ত গণহত্যার শিকার হচ্ছে। উগ্র জাতীয়তাবাদী, উগ্র ঐস্লামিক সম্প্রসারণবাদী বাংলাদেশ সরকার এযাবৎ ১২টি গণহত্যা সংঘটিত করেছে। এসব গণহত্যায় সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশু হতে অশীতিপর বৃদ্ধ-বৃদ্ধা জুম্ম নরনারী নির্বিচারে ও নির্মমভাবে নিহত হয়েছে। এছাড়া নিরাপত্তা বাহিনীর অত্যাচার ও মুসলমান অনুপ্রবেশকারীর গুপ্ত আক্রমণে বিগত বছরগুলোতে শত শত জুম্ম নরনারী নিহত হয়েছে। ফলে জুম্ম জাতিসত্বার অস্তিত্ব আজ বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

জুম্ম জনগণের উপর সংঘটিত এসব হত্যাকাণ্ডের গতিপ্রকৃতি ও ধারাবাহিকতা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, জুম্মদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন দমন করার জন্য নয়, বরং সমগ্র জুম্ম জাতিকে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার এসব হত্যাকাণ্ড চালিয়ে আসছে। যেহেতু এসব হত্যাকাণ্ড নির্দিষ্ট কোন জাতিসত্বার উপর নয় বরং জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল বয়সের জুম্ম নরনারীর উপর সংঘটিত হয়েছে। আর, যেহেতু চাকমারা জুম্মদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা পালন করছে, তাই স্বাভাবিকভাবে চাকমারা বেশী হত্যার শিকার হয়েছে।

জুম্মদের উপর সর্বশেষ জঘন্য গণহত্যা সংঘটিত হলো বিগত ১০ই এপ্রিল লোগাং গুচ্ছগ্রামে। জুম্মদের জাতীয় উৎসব "বিজু"র পূর্ব মুহূর্তে যখন জুম্মরা 'বিজু'র আয়োজনে ব্যস্ত, অনেক নবদম্পতি শ্বশুরালয়ে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, মাতাপিতা নূতন বিবাহিতা কন্যার আগমনের প্রতীক্ষায় আনন্দে উৎফুল্ল, বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা অনাগত বৎসরের সুখে আশান্বিত, যুবক যুবতীরা নববর্ষের আগমনে নবতারুন্যে উদ্বেলিত, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা বিজুর আনন্দের প্রতীক্ষায় চঞ্চলিত, তখনই সকল হিংস্রতা নেমে এলো জুম্মদের উপর।

সেদিন চৈত্র দুপুরের খরারৌদ্দুরে সমস্ত লোগাং গুচ্ছগ্রাম উত্তপ্ত। অন্যান্য দিনের মত দুপুরের খাবার খেয়ে জুম্মরা কেউ বা ঘুমিয়ে পড়েছে, কেউবা সুখ-দুঃখের গল্পগুজবে মত্ত অনেকে ক্ষুধার তাড়নায় বন্য আলু-ফলমূল সংগ্রহ করে সবেমাত্র ফিরেছে গুচ্ছ গ্রামের নিজ ঝুপড়িতে, অনেক মা বুকের দুধ খাওয়াইয়ে সন্তানকে দোলনায় দোলাচ্ছে ও নিজেও ঝিমুচ্ছে, ছেলেমেয়েরা ছায়াতলে খেলায় মত্ত, ঠিক এমনি মুহূর্তে সশস্ত্র ভিডিপিসহ শত শত মুসলমান অনুপ্রবেশকারী উত্তোলিত বর্শা, ধারালো দাও, কুড়াল হাতে 'চাকমা রক্ত চাই, আল্লাহু আকবর" উল্লসিত চীৎকারে সকল হিংস্রতা নিয়ে ঝাপিয়ে পড়লো নিরস্ত্র জুম্মদের উপর। উন্মত্ত হায়েনাদের আক্রমণে জুম্মরা হত বিহ্বল হয়ে পড়ে। ফলে বর্শাবিদ্ধ হয়ে, দাও ও কুড়ালের কোপে প্রাণ হারায় অনেক জুম্ম। আর যারা পালাতে থাকে বিডিআর ও ভিডিপি সদস্যরা গুলি করে তাদেরকে ধরাশায়ী করে নির্বিচারে। মুসলমানদের জিঘাংসার হুংকার ও জুম্মদের আর্তচিৎকারে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়। সাথে সাথে জ্বলে উঠে হায়েনাদের প্রজ্বলিত লেলিহান অগ্নিশিখা। পুড়ে ছাই হয়ে যায় একের পর এক পাঁচ শতাধিক জুম্ম ঘরবাড়ী। পুড়িয়ে মরলো পালাতে অক্ষম শিশু-বৃদ্ধ বৃদ্ধা ও মুমূর্ষু আহত অগণিত জুম্ম নরনারী। এই তাণ্ডবতা চলে প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে। অসংখ্য জুম্ম নরনারীর প্রাণহীন আধাপোড়া দেহ পড়ে থাকে পোড়া বাস্তুভিটায়। শত শত জুম্ম নরনারী শিশু-বৃদ্ধ প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যায় বনে জংগলে। সেখানে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে অনেক প্রাণ। অবশেষে এক সময়

হায়েনাদের হুংকার স্তব্ধ হলে স্বজন হারানো শোকার্ত জুম্ম নর-নারী ফিরে আসে গুচ্ছগ্রামে। শোকার্ত জুম্মরা নিজের সন্তান, মাতাপিতা, ভাইবোনের আধাপোড়া মৃতদেহ খুঁজতে থাকে। কিন্তু বিডিআর-এর কড়া নির্দেশে ইতিমধ্যে সমস্ত মৃতদেহ স্থানীয় ক্লাবঘরে স্তুপ করা হয়। ক্লাব ঘরটি লাশখানায় পরিণত হয়। গড়ে উঠে লাশের পাহাড়। প্রাণে বেঁচে যাওয়া কয়েকজন জুম্মকে এই আধাপোড়া লাশ বহন করতে বাধ্য করা হয়। তাদের মতে সেদিন বিকেলে ১৩৫টি লাশ ক্লাবঘরে স্তুপ করা হয়। কিন্তু জুম্ম জনগণকে সেই লাশগুলো দেখানো হয়নি। ফলে হারানো আত্মীয়ের লাশ পর্যন্ত জুম্ম জনগণ ফেরৎ পায়নি। এভাবে বিজুর সকল আনন্দোচ্ছাস স্বজন হারানোর বিষন্নতায় মিলিয়ে যায়। আর বিদায়ী বাসন্তি হাওয়া বয়ে নিয়ে যায় মৃতদেহের পোড়া গন্ধ। তিন সহস্রাধিক জুম্ম অধ্যুষিত লোগাং গুচ্ছগ্রাম হয়ে পড়ে পোড়া বাস্তুভিটায়। রক্তজমাট পোড়া মাটির রং আরো লাল হয়ে উঠে। প্রাণহীন মৃতদেহের নিস্তব্ধতা নেমে আসে লোগাং গুচ্ছগ্রামে।

হত্যাকাণ্ডে যারা প্রত্যক্ষভাবে নেতৃত্ব দেয় তাদের মধ্যে ক'জন

(১) হাবিবুর রহমান - সুবেদার, ২৪ ব্যাটালিয়ন, বিডিআর, লোগাং ক্যাম্প।

(২) সারোয়ার হোসেন—নায়েক সুবেদার, ২৪ ব্যাটালিয়ন, বিডিআর, লোগাং ক্যাম্প।

(৩) কেরামত আলী—ভিডিপি কম্যাণ্ডার লোগাং।

(৪) সিদ্দিকুর রহমান—ভিডিপি কম্যাণ্ডার, লোগাং।

(৫) মোহাম্মদ নূর মিঞা—আনসার, লোগাং;

(৬) মোঃ তরু মিঞা—চেয়ারম্যান, লোগাং ইউনিয়ন;

(৭) সিরাজুল ইসলাম—মেম্বার, লোগাং ইউনিয়ন;

(৮) কাজী হানিফ—মেম্বার, লোগাং ইউনিয়ন (অনুপ্রবেশকারী)।

(৯) হাবিব উল্লাহ—মেম্বার, লোগাং ইউনিয়ন (অনুপ্রবেশকারী)

ঘটনার সূত্রপাত হয় যেভাবে

ঘটনার সূত্রপাত হয় কিভাবে তা নিয়ে প্রথমে মতভেদ ছিল। অনেকে জানায়, একজন অপ্রকৃতিস্থ ছেলেসহ তিন জন অনুপ্রবেশকারী রাখাল গরু চড়ানোর সময় (অথবা মাছ ধরার সময়) নিজেদের মধ্যে কাটাকাটি করলে একজন নিহত হয়। অন্যরা শান্তিবাহিনী মেরেছে এই মর্মে বিডিআর ক্যাম্পে জানালে ঘটনার সূত্রপাত হয়। বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের মহা-সচিব ও পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি ও সমন্বয় পরিষদের আহ্বায়ক মোঃ সাইফুল ইসলাম দিলদর বলেন—"গরু চড়ানোর সময় শান্তিবাহিনী নামধারী ব্যক্তিরা একজন বাঙ্গালী রাখালকে হত্যা অপর দুজনকে কুপিয়ে হত্যা করার পরই এই ঘটনার সূত্রপাত হয়" (পার্বতী ২৩—৩০ এপ্রিল)। কিন্তু ঘটনার প্রত্যক্ষ শিকার গীতা চাকমা জানায়—'সেদিন আমরা ৩ জন মহিলা পার্শ্ববর্তী মাঠে গরু চড়াচ্ছিলাম। সেই সময় দুইজন অনুপ্রবেশকারী এসে আমাকে ধর্ষণ করতে উদ্যত হলে আমার চিৎকার শুনে আমার স্বামী মঙ্গল চাকমা (পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে কাজ করছিল) অনুপ্রবেশকারীদেরকে বাধা দেয়। ফলে তাদের সঙ্গে আমার স্বামীর কাটাকাটি শুরু হয়। এক পর্যায়ে অনুপ্রবেশকারীরা আমার স্বামীকে কুপিয়ে হত্যা করে ও তারাও রক্তাক্ত অবস্থায় বিডিআর ক্যাম্পে ছুটে যায়। তার পরে উত্তেজিত অনুপ্রবেশকারীরা সশস্ত্র ভিডিপি ও বিডিআরসহ গুচ্ছগ্রাম আক্রমণ করে ও হত্যাকাণ্ড চালায়"।

হত্যাকাণ্ডের আরো এক প্রত্যক্ষদর্শী সরকারের গঠিত 'গণ প্রতিরোধ কমিটি'র সভাপতি হিমাংশু চাকমা বলেন—"মাঠে কর্মরত জুম্ম নারী ধর্ষণ করতে গিয়ে মহিলাদের আত্মরক্ষাত্মক দা-র আঘাতে একজন অনুপ্রবেশকারী যুবক নিহত হলে উত্তেজিত অনুপ্রবেশকারীরা সশস্ত্র ভিডিপি ও বিডি আর সহ গুচ্ছগ্রামে আক্রমণ চালায় ও বিডিআর-ভিডিপিরা একচেটিয়া গুলিবর্ষণ ও অনুপ্রবেশকারীরা বর্শা, দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যাকাণ্ড শুরু করে। সংগে সংগে গুচ্ছগ্রামে আগুন লাগিয়ে দেয়"।

বিনামেঘে বজ্রপাতের মত অনুপ্রবেশকারী, সশস্ত্র বিডিআর ও ডিভিপিদের আক্রমণে দু'শতাধিক জুম্ম নরনারী শিশু বৃদ্ধ নিহত ও শতাধিক আহত হয়। গুচ্ছগ্রামের প্রভাবশালী ইউনিয়ন পরিষদ মেম্বার রুপসেন কার্বারীর মেয়ে জ্যোৎস্না দেবী চাকমা জানায়—"ঘটনার সময় আমরা অনেকে জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহন করি। ঘটনার শেষ পর্যায়ে একজন সশস্ত্র ভিডিপি ও একজন অনুপ্রবেশকারী আমাদেরকে খুঁজে বের করে। ভিডিপিটি আমার বাবাকে গুলি করে অনুপ্রবেশকারীটি দা দিয়ে কুপিয়ে আহত করে। এরপর অনুপ্রবেশকারীটি আমাকে ধর্ষণ করতে উদ্যত হলে আমার মা তাকে বাধা দেয়। এতে সে আমার মাকেও দা দিয়ে কোপ মারতে থাকে। সেই সুযোগে আমি পালিয়ে আসি"।

রুপসেন মেম্বার ও তার স্ত্রী ফুলক্ক চাকমা আহত অবস্থায় বিডিআর ক্যাম্পে আশ্রয় গ্রহণ করে প্রাণ রক্ষা করে। আহত রুপসেনকে চট্টগ্রামে চিকিৎসার জন্য নেয়া হয় এবং তার স্ত্রীকে

খাগড়াছড়িতে চিকিৎসা করা হয়।

চৌদ্দ বৎসরের কিশোরী বাজারী চাকমা প্রায় অপ্রকৃতিস্থ। কোন কথা বলতে চায় না বেশী জিজ্ঞাসাবাদ করলে কেঁদে ফেলে। সে জানায়—"ঘটনার সময় আমরা ভয়ে বাড়ীতে দরজা বন্ধ করে থাকি। মুসলমানরা বাড়ীতে ঢুকে আমার মা বাবা ও দুই ভাইকে বর্শা ও দা দিয়ে আক্রমণ করে। আমি সে সময় বেড়ার ফাঁক দিয়ে পালিয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিই। শত শত মানুষ সেদিন জঙ্গলে রাত কাটায়। আমি আমার মা-বাবা ও দুই ভাইকে হত্যা করতে স্বচক্ষে দেখেছি"। এভাবে হত্যাকাণ্ডের আরো চাক্ষুষ বিবরণ দেয় নির্মমভাবে নিহত এক বৃদ্ধার শোক সন্তপ্ত পুত্র প্রকাশ চাকমা (৫২)। সে বলে—"সশস্ত্র ভিডিপি অনুপ্রবেশকারীরা গুচ্ছগ্রাম আক্রমণ করলে আমি পালাতে সক্ষম হই। কিন্তু আমার বৃদ্ধা মাকে জনৈক মুগুল্যা ভিডিপি) প্রথমে ডান বাহুতে দা দিয়ে কোপ মারে। এরপর জনৈক বিডি আর মাকে পিঠে গুলি করে হত্যা করে। পরদিন আমি আমার মা-র লাশ সনাক্ত করি ও লাশটি ফেরৎ পাওয়ার আবেদন করি। কিন্তু সনাক্তকৃত কোন লাশ আত্মীয় স্বজনকে ফেরৎ দেয়া হয়নি। আমি আমার মায়ের লাশ ফেরৎ পাইনি"।

পরিকল্পিত এই হত্যাকাণ্ড প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে সংঘটিত হয়। গুচ্ছগ্রামের প্রায় ছয়শত জুম্ম ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেয়া হয়। ঘটনার প্রথম পর্যায়ে বিডি আরেরা গুলি বর্ষণ করলেও শেষ পর্যায়ে সমস্ত গুচ্ছগ্রামের বাহির পথ ঘেরাও করে রাখে। এই সময় পার্শ্ববর্তী ক্যাম্প থেকে আর্মিরা এসে বিডিআরদের সাথে যোগ দেয়। পলায়নরত জুম্ম নরনারীকে ঘেরাওরত বিডিআর ও আর্মিরা আটকে রাখে এবং ঘটনার শেষে তাদেরকে গুচ্ছগ্রামে নিয়ে আসে। এই সময় সারা গুচ্ছগ্রামে শত শত আধাপোড়া মৃতদেহ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। অনেক জুম্মকে এই সব বিক্ষিপ্ত মৃতদেহ স্থানীয় 'সূর্য উদয় সংঘ' ক্লাবঘরে বহন করতে বাধ্য করা হয়। আটককৃত জুম্ম নরনারীদেরকে সেই রাত্রে স্থানীয় প্রাইমারী স্কুলে বন্দী করে রাখা হয়।

এ হত্যাকাণ্ডে কতজন জুম্ম নরনারী আহত ও নিহত হয়েছে তাদের সংখ্যা এখনও সঠিকভাবে বলা যাচ্ছে না। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ মতে দুই শতাধিক জুম্ম নরনারী নিহত ও দেড় শতাধিক আহত হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার মাত্র ১৩ জন নিহত ও ১৩ জন আহত হওয়ার সত্যতা স্বীকার করেছে। এটা নিশ্চিত যে, সরকারী তথ্যটি একটা প্রবঞ্চনা মাত্র। যেহেতু এখনও শত শত জুম্ম নরনারী নিখোঁজ রয়েছে ও লাশ বহনকারীদের মতে দেড় শতাধিক লাশ উক্ত ক্লাবঘরে স্তূপ করা হয়েছিল। রাত্রের অন্ধকারে সেই লাশগুলি গুম করে ফেলা হয়েছিল। এরূপ লাশ বহনকারী সুখমুনি চাকমা (১৮), পীং লক্ষ্মী বিলাস চাকমা জানায়—"ঘটনার দিন পালাতে গিয়ে আমি বিডিআরদের হাতে ধরা পড়ি ও ৩০/৩২ জন সহ আমাকে 'গোলঘরে' আটকে রাখা হয়। বিকাল ৪ টার পর আমি আমার আত্মীয়-স্বজন খুঁজতে গেলে আর্মিরা আমাকে লাশ বহন করতে বাধ্য করে। সেই সময় সমস্ত গুচ্ছগ্রামে অনেক মৃতদেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। আমি অন্য একজনের সহায়তায় ৪টি লাশ স্থানীয় ক্লাবঘরের বহন করি। এক সময়ে ক্লাবঘরটি লাশে ভরে যায় ও ১৮/১৯টি লাশ ক্লাবঘরের বাহিরে রাখা হয়। আমার ধারণা ১৫০/১৬০টি লাশ সেখানে জড়ো করা হয়েছিল। অনেক লাশের হাত-পা ছিল না লাশগুলি আধাপোড়া ও বিকৃত ছিল। তাই সব লাশ সনাক্ত করা সম্ভব ছিল না। আমি দুটো লাশ চিনতে পেরেছি।"

সুখমুনি চাকমার বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় অন্যান্য লাশ বহনকারী লাল্যা চাকমা, সুনয়ন চাকমা ও তুষ্ঠমনি চাকমার বক্তব্যে। এরা সকলেই ঘটনার পর পরই লাশ বহন করতে বাধ্য হয়। লাল্যা চাকমা জানায়—"আমরা ৪ জনে (চন্দু ও ২জন অপরিচিত) একটা ডনা (নীচু জায়গা) হতে ২টি লাশ বহন করতে বাধ্য হই। আমি শত শত মৃতদেহ দেখেছি। মৃতের সংখ্যা কমপক্ষে দুইশত হবে।" সুনয়ন চাকমাও নিজের স্ত্রীকে খুঁজতে গিয়ে আর্মিদের হাতে ধরা পড়ে এবং লাশ বহন করতে বাধ্য হয়। সে বলে—আমি ৫টি লাশ বহন করতে বাধ্য হই। ক্লাবঘরটিতে সকল লাশ জড়ো করা হয়। ক্লাবঘরটি লাশে ভর্তি হলে বাইরে অনেক লাশ রাখা হয়। আমার ধারণা, দেড় শতাধিক লাশ ক্লাবঘরে জড়ো করা হয়েছিল। তাছাড়া জঙ্গলে আরো বিক্ষিপ্তভাবে অনেক লাশ ছিল। 'তুষ্ঠমনি চাকমাও অনুরূপ ভাষ্য প্রদান করে। সে বলে, 'আমার মনে হয় কমপক্ষে দুইশত মানুষ মরে গেছে।'

লাশ বহনকারী ও প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, দু'শতাধিক নর-নারী নিহত হলেও পরদিন কেবলমাত্র ১৩টি লাশ দেখানো হয়। এ বিষয়ে হিমাংশু স্পষ্ট বলে—ঘটনার পর যে লাশগুলো সনাক্ত করা হয় কেবলমাত্র সেই ১৩টি লাশ রেখে বাকীগুলো রাতের অন্ধকারে অজ্ঞাত স্থানে গুম করা হয়েছে। যেমন, পুজগাং নিবাসী দু'জনের লাশ গুম করা হয়েছিল। দু'দিন পর পানছড়ির ওসি ও সরকারী হাসপাতালের ডাক্তার তদন্ত করে একটা জায়গায় কেবলমাত্র মৃতদেহের সামান্য অংশই পান। তাছাড়া ১০ তারিখে সকাল ৮টায় ভারতের শরণার্থী শিবির হতে প্রত্যাগত ৭ পরিবারের ৪২ জনের কোন হদিস পাওয়া যায় নি।

এদেরকে সেদিন সকাল ৮.৩০ ঘটিকায় গোলঘর থেকে বাজারে যেতে বলা হয়। এদের সকলের লাশ গুম করা হয়েছে।"

আহতদের সংখ্যার ক্ষেত্রেও বিভ্রাট রয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, ঘটনায় অসংখ্য নরনারী আহত হয়েছে। অনেকের ধারণা গুরুতরভাবে আহতদের অনেককে গুম করা হয়েছে। ঘটনার সময় অনেক নরনারী আহত হয়ে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে আশ্রয় নিলেও সেখানেই মৃত্যুবরণ করে। এই লাশগুলি তন্ন তন্ন করে খুঁজে করে গুম করা হয়েছে। অনেক আহত ব্যক্তি আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে আশ্রয় নেয়, আর অনেকে ত্রিপুরায় আশ্রয় গ্রহণ করে। নিঃসন্দেহে বলা যায় লোগাং হত্যাকাণ্ডে অসংখ্য জুম্ম'র প্রাণহানী হয়েছে। একক একটি গ্রামে দুই-তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে যে অসংখ্য প্রাণহানী ও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা সামগ্রিক বিচারে এযাবৎ পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডগুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎ বললে অত্যুক্তি হবে না।

পরদিন সকালে ব্রিগেড কম্যাণ্ডার ব্রিগেডিয়ার শরীফ আজিজ ও সমীরণ দেওয়ান, মোঃ সফি খাগড়াছড়ির ডিসি লোগাং গুচ্ছগ্রামে সফরে আসেন। তাদেরকে ১৩টি লাশ দেখানো হয়। ব্রিগেড়িয়ার শরীফ আজিজ ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাইলে স্থানীয় বিডিআর হাবিলদার শান্তিবাহিনী গুলি করে মেরেছে বলে জানায়। তার প্রতিবাদে কয়েকজন ঘটনার শিকার ব্যক্তি ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দেয়। এতে বিগেডিয়ার সাহেব মোটেই বিচলিত হননি। বরং সত্য কথা শুনে অস্বস্তি বোধ করেছেন। তিনি শনাক্তকৃত লাশের আত্মীয়-স্বজনকে সান্ত্বনা (উপহাস) স্বরূপ লাশ প্রতি ২০০ টাকা, প্রতি পরিবারকে ৫ কেজি চাউল ও ১টা লুঙ্গি প্রদান করেন। আত্মীয়-স্বজনদের আকুল আবেদন সত্বেও কোন লাশ ফেরৎ দেওয়া হয়নি। এরপর লাশগুলি তারাবন্যা ছড়ার মুখে কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে ফেলা হয়। বলা বাহুল্য, কোন লাশের ময়না তদন্ত করা হয়নি। এ হলো নিহত জুম্মদের ভাগ্য। আর প্রাণে বেঁচে যাওয়া ভীত সন্ত্রস্ত জুম্মরা আশ্রয় গ্রহণ করে পার্শ্ববর্তী হারুবিল, ধুতুকছড়া, নোয়া আদাম, পূজগাং ও পানছড়ির বিভিন্ন গ্রামে। অনেকে পাড়ি দেয় সীমান্ত।

ভারতে আশ্রয় গ্রহণ

আতঙ্কিত ও ভীত সন্ত্রস্ত জুম্মরা ঘটনার পর পরই সীমান্ত পাড়ি দিয়ে করবুক, পঞ্চরাম, তাকুমবাড়ী ও লেবাছড়া শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকে।

লোগাং হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষিতে ২২শে মে পর্যন্ত ত্রিপুরায় আশ্রয় গ্রহণকারী জুম্ম শরণার্থীদের হিসাব ঃ—

শিবির	পরিবার	পুরুষ	মহিলা	মোট
তাকুমবাড়ী	২৩৩			৯০৬
লেবাছড়া	৪০	৫৮	৬১	১১৯
পঞ্চরাম	৮৯	১৩২	৯৪	২২৬
করবুক	১৫৬	২৫৫	২২৫	৪৮০
শিলাছড়ি	৫২	—	—	১১০
মোট	৫৭০			১,৮৪১

সরকারী কর্মকর্তাদের লোগাং সফর ও প্রহসন

ঘটনার পরদিন খাগড়াছড়ি রিজিয়ন কম্যাণ্ডার ব্রিগেডিয়ার শরীফ আজিজ বিডিআর সেক্টর কম্যাণ্ডার, এডিসি রেভিনিউ, পুলিশ সুপার ও আরো অনেকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এছাড়া ১৯শে এপ্রিল চট্টগ্রামের জিওসি মেজর জেনারেল মাহমুদুল হাসান, ২৪শে এপ্রিল বাংলাদেশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আব্দুল মতিন চৌধুরী লোগাং সফর করেন। বলাবাহুল্য, এসব সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের নিকট ক্ষতিগ্রস্থ জুম্ম জনগণ তাদের দুর্দশার বিবরণ দিতে পারে নি। এসব কর্মকর্তাদের সাথে জুম্মদের দেখা সাক্ষাৎ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় ফলে এসব কর্মকর্তা ও এমনকি প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সফর জুম্মদের মনে কোন সুবিচার ও নিরাপত্তার আশার সঞ্চার করেনি। কেবলমাত্র হত্যাকাণ্ডকে ধামাচাপা ও জনমতকে বিভ্রান্ত করাই ছিল এসব কর্মকর্তাদের সফরের উদ্দেশ্য। তাই সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের লোগাং সফর প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়।

বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের প্রাথমিক তদন্ত

বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের মহাসচিব ও পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি ও সমন্বয় পরিষদের আহ্বায়ক মোঃ সাইফুল ইসলাম দিলদার ২৮শে এপ্রিল লোগাং সফরে এসে প্রাথমিক তদন্ত সমাপ্ত করেন। তাঁর এই সফর সরকারী প্রহসনের এক জ্বলন্ত প্রমাণ। অথচ সেদিন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে বৌদ্ধ ভিক্ষুসহ ১০/১৫ হাজার জুম্ম নরনারী হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে খাগড়াছড়ি থেকে মিছিল করে লোগাং গুচ্ছগ্রামে এসে নিহতদের উদ্দেশ্যে ধর্মীয় রীতিতে শেষকৃত্য সম্পাদন করে। একই দিনে মানবাধিকার কমিশনের মহাসচিব যে প্রাথমিক তদন্ত

সমাপ্ত করেছেন, তা কোন জুম্ম ছাত্র, বুদ্ধিজীবি, ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ও ক্ষতিগ্রস্থদের কারোর জানা নেই। ঐদিন তিনি খাগড়াছড়িতে এসে পার্বত্য চট্টগ্রামের ঘটনাকে বিকৃত করে দেশের বিরুদ্ধে তথ্য পাচারের জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ এবং হত্যাকাণ্ডের মর্মান্তিকতায় বিচলিত না হয়ে সরকারী ভাষ্যানুযায়ী হত্যাকাণ্ডের হতাহতের তথ্য পরিবেশন করেন।

হত্যাকাণ্ডের অপপ্রচারণা

লোগাং হত্যাকাণ্ডকে ধামাচাপা দিতে স্থানীয় সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষ বিকৃত তথ্য পরিবেশন করে ব্যাপক অপ-প্রচারণা চালাতে থাকে ১১ই এপ্রিলের বাংলাদেশের সকল জাতীয় দৈনিকে শান্তিবাহিনীর হামলায় খাগড়াছড়িতে ১১ জন নিহতের খবর প্রকাশিত হয়। সর্বাধিক প্রচারিত ইত্তেফাকে এই খবরের শিরোনাম ছিল "শান্তিবাহিনীর নারকীয় হত্যাযজ্ঞে ১১ জন নিহত, দুইশত ঘরবাড়ী ভস্মীভূত" আর সংবাদে ছিল খাগড়াছড়িতে শান্তিবাহিনীর গুলিতে ১১ জন নিহত"। টেলি-গ্রাফ-এর শিরোনাম ছিল "1078 houses set on fire, Shanti Bahini massacres 11"। স্থানীয় সাপ্তাহিক পার্বতীতে শান্তিবাহিনীকে দায়ী করে হত্যাকাণ্ডে ১২ জন নিহত ও ১৩ জন আহত হওয়ার খবর প্রকাশিত হয়। গুচ্ছগ্রামে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার জন্য শান্তিবাহিনীকে দায়ী করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের এই বিকৃত মিথ্যা খবরের প্রেক্ষিতে বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকা হতেও অনুরূপ খবর প্রচার করা হয়।

হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন

কথায় বলে, ধর্মের ঢোল আপনি বাজে। তাই হত্যা-কাণ্ডের মূল রহস্য উদ্ঘাটিত হতে থাকে। খাগড়াছড়িতে এই হত্যাকাণ্ডের খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে জুম্মদের মধ্যে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে প্রত্যাগত ২৩ জন বুদ্ধিজীবি, রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিক এক যৌথ বিবৃতিতে লোগাং হত্যাকাণ্ডের মূল রহস্য উদ্ঘাটন করেন এবং প্রকৃত ঘটনা বিকৃত ও ধামাচাপা দেওয়ার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এতে হত্যাকাণ্ডের মূল রহস্য দেশবাসীর নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠে। ইতিমধ্যে খাগড়াছড়ি থেকে নির্বাচিত সাংসদ শ্রীকল্পরঞ্জন চাকমা ১৫ই এপ্রিল জাতীয় সংসদে হত্যাকাণ্ডের এক বিবৃতি প্রদান করেন। এভাবে হত্যাকাণ্ডের মূল রহস্য শেষ পর্যন্ত উদ্ঘাটিত হয়। বিদেশেও হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত খবর প্রচারিত হয়। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, সশস্ত্র ভিডিপিদের সহায়তায় অনুপ্রবেশকারীরা লোগাং হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করেছে।

বুদ্ধিজীবিদের বিবৃতি

বৈসাবি উৎযাপন কমিটির আমন্ত্রণে রাজনীতিবিদ, অধ্যাপক লেখক, আইনজীবি, সাংবাদিক, ছাত্রনেতা এবং মানবাধিকার কর্মীর ২৯ জনের এক প্রতিনিধি দল ১৭ই এপ্রিল খাগড়াছড়িতে পৌছেন। ডেপুটি এটর্নি জেনারেল জনাব হাসান আরিফও এই দলে ছিলেন। খাড়গাছড়িতে এসে প্রতিনিধি দলটি লোগাং হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য শুনতে পান। তাই প্রতিনিধিরা হত্যাকাণ্ডের মূল রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য ১২ই এপ্রিল লোগাং সফরে যান। কিন্তু সেনা সদস্যরা তাঁদেরকে লোগাং সফর করতে দেয়নি। তাঁরা খাগড়া-ছড়িতে ফিরে এসে কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী ও হত্যাকাণ্ডে শিকার ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে হত্যাকাণ্ডের মূল রহস্য উদ্ঘাটন করেন। লোগাং ঘটনাস্থল পরিদর্শনে ব্যর্থ ও সেনাবাহিনী কর্তৃক বিভিন্ন হয়রানীর অভিজ্ঞতা নিয়ে এই প্রতিনিধি দলটি ঢাকায় ফিরে এসে ১৮ই এপ্রিল এক যৌথ বিবৃতিতে হত্যা-কাণ্ডের ও পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থার প্রকৃত বর্ণনা দেন এবং হত্যাকাণ্ডকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেন। বিবৃতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ -

আমরা বৈ-সা-বি উদ্যাপন কমিটির আমন্ত্রণে ১১ই এপ্রিল খাগড়াছড়ি পৌছে লোগাং হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী তথ্য জানতে পারি। পরদিন ১২ এপ্রিল আমরা ঘটনাস্থল সফরে গেলে নিরাপত্তাহীনতার অজুহাতে আমরা সেনাবাহিনী কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হই এবং পানছড়ি থেকে ফিরে আসি। খাগড়া-ছড়ি ফিরে আসার পর আমরা অনেক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ও প্রত্যক্ষ শিকার ব্যক্তির নিকট হতে জানতে পারি যে, একজন বাঙ্গালী যুবকের মৃত্যুর প্রতিশোধার্থে আনসার ও ভিডিপিদের সহযোগে অনুপ্রবেশকারীরা চাকমা ও ত্রিপুরা গুচ্ছগ্রামে হামলা চালিয়ে ২০০ শতাধিক জুম্ম শিশু ও নরনারীকে হত্যা এবং শতাধিক ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিয়েছে।

বিবৃতিতে আরো বলা হয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পূর্ণভাবে সামরিক নিয়ন্ত্রণে। স্বীয় স্বার্থের জন্য কতিপয় লোক এখানে জুম্ম ও বাঙ্গালীদের মধ্যে এক কৃত্রিম যুদ্ধ সৃষ্টি করেছে। বাঙ্গালী শাসকগোষ্ঠী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের এরূপ পরিস্থিতির জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের জন্য ৬টি সুপারিশমালা পেশ করা হয়। এগুলো হচ্ছে— (১) নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় তদন্ত ; (২) গত ২০ বৎসরে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি, রাজস্ব ব্যয় ও ফলাফল সম্পর্কে

শ্বেতপত্র প্রকাশ ; (৩) গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান ; (৪) আলোচনার জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জাতীয় কমিটি গঠন ; (৫) পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে সামরিক নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার ও (৬) জুম্ম জনগণের জীবন, ভাষা, সংস্কৃতি এবং মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর দেন—পঙ্কজ ভট্টাচার্য্য (ন্যাপ), দিলীপ বড়ুয়া (সাম্যবাদী দল), আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (লেখক), নিজামুল হক নাসির (আইনজীবি), মুস্তফা মুহাম্মদ (অধ্যাপক), সৈয়দ আলী হাশেমী (অধ্যাপক), আদিলুর রহমান খান শুভ্র (আইনজীবি), সারা হোসেন (ব্যারিষ্টার), নাসির উদ্দোজা (ছা-ই), আহাদ আহম্মেদ (ছাত্র ফেডাঃ), বিপ্লব রহমান (ছাত্র ফেডাঃ) এবং আরও অন্য ১২ জন বিভিন্ন পেশার সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব।

শেখ হাসিনার লোগাং সফর

লোগাং হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা তিন বিরোধী দলীয় ১৬ জন সাংসদসহ গত ২৭শে এপ্রিল লোগাং গুচ্ছগ্রাম সফরে আসেন। সাংসদদের এই তদন্তকারী দলটি ঐদিন বিকেলে লোগাং পৌঁছেন এবং সরেজমিনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এ সময়ে শোকার্ত জুম্ম জনতা শেখ হাসিনাকে সংগঠিত ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দেন। ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর পূজগাং হাই স্কুল মাঠে ও পানছড়িতে আয়োজিত সমাবেশে শেখ হাসিনা সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। একই দিন বিকেলে পরিদর্শনকারী সাংসদরা খাগড়াছড়ি ফিরে গিয়ে অনুরূপ এক জনসভায় ভাষণ দেন। এ সভায় স্থানীয় আপামর শোকার্ত জুম্ম ছাত্র জনতা, বুদ্ধিজীবি ও চাকুরীজীবি যোগদান করেন। সভায় বক্তব্য রাখেন শ্রীকল্প রঞ্জন চাকমা (এম পি, আওয়ামী লীগ), শ্রীসুরঞ্জিত সেনগুপ্ত (এম পি, ন্যাপ), জনাব শাহজাহান সিরাজ (এম পি, জাসদ) শ্রীদীপংকর তালুকদার (এম পি, আওয়ামী লীগ), জনাব আই ভি রহমান এম পি আওয়ামী লীগ), বেগম মতিয়া চৌধুরী (এম পি, আওয়ামী লীগ) ও বিরোধী নেত্রী শেখ হাসিনা।

লোগাং ঘটনাস্থল পরিদর্শকারী অন্যান্যরা হচ্ছেন—জনাব তোফায়েল আহম্মদ, অধ্যাপক আব্দুল মান্নান, জনাব মহিউদ্দীন জনাব সুলতানুর কবির, নাজিমুল বশর, জনাব মোস্তাক আহম্মদ, জনাব আতাউর রহমান কায়সার, জনাব ইস্তাক মিঞা এবং শ্রী বীর বাহাদুর। এছাড়া চট্টগ্রাম মহানগরীর আওয়ামী লীগ শাখার সভাপতি জনাব এ, বি, এস মহিউদ্দীন ও বাংলাদেশের বিভিন্ন দৈনিক ও সাপ্তাহিকীর ১৭ জন প্রখ্যাত সাংবাদিক তদন্তকারী দলের সংগে ছিলেন।

শোকসভা

লোগাং গুচ্ছগ্রামে ১০ই এপ্রিল সংঘটিত জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠে। জুম্মদের জাতীয় উৎসব বিজু বা বৈসাবির পূর্ব মুহূর্তেই এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার ফলে সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে শোকের ছায়া নেমে আসে। তাই জাতীয় উৎসব জাতীয় শোকে পরিণত হয়ে যায়। এই জাতীয় উৎসবে যোগদান করতে ঢাকা থেকে যে ২৩ জন প্রখ্যাত বুদ্ধিজীব, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, ও ছাত্রনেতাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তাঁরা খাগড়াছড়ি শহরে পৌঁছে গেলেও বৈসাবি উদযাপন কমিটি বিজু উৎসব বাতিল করে দিয়ে খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটি শহরে যথাক্রমে ১২ ও ১৪ এপ্রিল তারিখে শোকসভা অনুষ্ঠিত করে। উল্লেখিত অথিতিবৃন্দ থেকে অনেকে এই দুটি শোকসভায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন।

বিক্ষোভ মিছিল—ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে

লোগাং হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে ১৩ই এপ্রিল খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি শহরে বিক্ষোভ মিছিল হয়। হাজার হাজার জুম্ম ছাত্রজনতা স্বতস্ফূর্তভাবে এই বিক্ষোভ মিছিলে অংশ গ্রহণ করে। ১৯শে এপিল পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ লোগাং নারকীয় গণহত্যার প্রতিবাদে ঢাকায় একটি মৌন প্রতিবাদ মিছিল বের করে। মিছিলের শেষ পর্যায়ে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সভাপতি শ্রী প্রসিৎ বিকাশ খীসা'র নেতৃত্বে চার সদস্যক একটি প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নিকট স্মারকলিপি পেশ করে। এতে হত্যাকাণ্ডের বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও হত্যাকারীদের শাস্তি দাবী করা হয়।

লোগাং মার্চ ও ধর্মীয় পূণ্য কার্যাদি সম্পাদন

লোগাং হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ২৮শে এপ্রিল খাগড়াছড়ি শহর থেকে লোগাং গুচ্ছগ্রাম পর্যন্ত ২৩ মাইল দীর্ঘ পথে এক বিরাট মৌন পদযাত্রা পরিচালিত করে। হাজার হাজার জুম্ম ছাত্র, চাকুরীজীবি ও জনতা এই ঐতিহাসিক মৌন পদযাত্রায় অংশ গ্রহণ করে। রাঙ্গামাটি ও বান্দর বান শহর থেকেও কয়েকশত জুম্ম ছাত্র-জনতা এই মৌন পদযাত্রায় অংশ গ্রহণ করেছে। উত্তপ্ত বৈশাখের কড়া রৌদ্রে যে সব পদযাত্রী অন্যান্যদের সংগে তাল মিলাতে না পেরে পিছিয়ে

হাঁটছিলেন তাদের সাহায্যার্থে দু'খানা ট্রাক ও একটি জিপ'র ব্যবস্থা করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে-এই পদযাত্রায় ১৫/২০ হাজার লোক অংশ গ্রহণ করেছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে, নিপীড়িত জাতি ও সর্বহারা মানুষের বন্ধু ও রাজনীতিবিদ আব্দুল্লাহ সরকারসহ অনেক জাতীয় ছাত্রনেতা এই পদযাত্রায় অংশ গ্রহণ করেন। পদযাত্রাটি লোগাং গুচ্ছগ্রামে পৌঁছলে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ থেকে নিহতদের স্মরণে পুষ্পস্তবক অর্পন করা হয় এবং ধর্মীয় পূণ্য কৃত্যাদি আনুষ্ঠানিক ভাবে সম্পন্ন করার পরপরই একটি সংক্ষিপ্ত সভা হয়। এই সভায় ছাত্র পরিষদ নেতা শ্রীপ্রসিৎ বিকাশ খীসা ও রাজনীতিবিদ আব্দুল্লাহ সরকার বক্তব্য রাখেন। পরদিন ২৯শে এপ্রিল খাগড়াছড়ি কলেজ প্রাঙ্গণে ছাত্র পরিষদ এক সভার আয়োজন করে। ঢাকা থেকে আগত ছাত্র নেতৃবৃন্দ ও জনাব আব্দুল্লাহ সরকার এই সভায় ভাষণ দেন।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার খাগড়াছড়ি ও লোগাং সফর

লোগাং হত্যাকাণ্ড সারা দেশে ও বিশ্বে বিপুল প্রচারণা লাভ করেছে। এতে বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারের জুম্ম উচ্ছেদ-মূলক কার্যক্রম ও উগ্র ঐস্লামিক সম্প্রসারণ নীতির বহি প্রকাশ ঘটে সারা দেশে ও বিশ্বে হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদের ঝড় উঠে। জুম্ম ছাত্রজনতার প্রতিবাদ, বুদ্ধিজীবিদের বিবৃতি ও শেখ হাসিনার লোগাং সফর বাংলাদেশ সরকারকে এক বিব্রত অবস্থায় ফেলে। তাই এই হত্যাকাণ্ডকে ধামাচাপা দিতে ও বিশ্ব বিবেককে বিভ্রান্ত করতে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গত ১৩ই মে খাগড়াছড়ি সফরে আসেন। এদিন তিনি লোগাং গুচ্ছগ্রামও সফর করেন। লোগাং সফরের সময় কেবলমাত্র সরকারী পদলেহী কতিপয় জুম্মকে তার আয়োজিত সভায় যেতে দেয়া হয়। তিনি লোগাং হত্যাকাণ্ডের জন্য সামান্য দুঃখ প্রকাশ করে জুম্মদেরকে আবার গুচ্ছগ্রামে যেতে পরামর্শ দেন। তবে খাগড়াছড়িতে আয়োজিত জনসভায় তিনি পার্বত্য জেলা পরিষদকে অধিকতর ক্ষমতা প্রদান ও পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সামরিক বাহিনীর উচ্চ প্রশংসা করা মাত্রই উপস্থিত ছাত্রজনতার বিক্ষোভের সম্মুখীন হন এবং প্রতিবাদ স্বরূপ জনসভা থেকে অনেক লোক চলে যায়। জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ান বক্তৃতা দিতে উঠলেই দর্শক ও শ্রোতাদের তীব্র বিরোধীতার মুখোমুখী হয়। মহিলারা পায়ের জুতা ও সেণ্ডেল দেখিয়ে ধিক্কার দেয়।

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া তার ভাষণে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলেছেন। অপর পক্ষে তিনি পার্বত্য জেলা পরিষদকে অধিকতর শক্তিশালী ও পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি দেখতে চান। সামরিক বাহিনীর উপস্থিতিতে এবং পার্বত্য জেলা পরিষদকে শক্তিশালী করে কিভাবে বেগম জিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান চান তা বোধগম্য নয়। তার এইসব উক্তি ও ইচ্ছা যে চরম স্ববিরোধী তা পার্বত্য জনগণ তথা দেশবাসীর কাছে অত্যন্ত পরিস্কার।

এছাড়া লোগাং হত্যাকাণ্ডের তদন্তের জন্য এক সদস্যক তদন্ত কমিটি গঠন হত্যাকাণ্ডকে ধামাচাপা দেওয়ার এক সরকারী অপকৌশল ছাড়া কিছুই নয়। মুলতঃ দাতাদেশ ও মানবতাবাদী সংগঠনগুলোর চাপের মুখে সরকার এই লোকদেখানো তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। তদন্ত করতে এসে বিচারপতি সুলতান হোসেন খান কিভাবে নিরপেক্ষতা বজায় রাখবেন, প্রত্যদর্শী ও ক্ষতিগ্রস্থ জুম্মদের সাথে কিভাবে সাক্ষাৎ করবেন এ নিয়ে জন-মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। যেহেতু তিনি পুরোপুরিভাবে সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে আসতে ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে বাধ্য হবেন—এতে কোন সন্দেহই নেই।

এ লোগাং হত্যাকাণ্ড কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এটা জুম্ম উচ্ছেদ কার্যক্রমের একটা অংশ মাত্র। এ হত্যাকাণ্ডের মাত্র দু'মাস আগে সংগঠিত হয়েছে মাল্যা হত্যাকাণ্ড। বর্তমান ক্ষমতাসীন বি এন পি সরকারের আমলে পর পর দুটো জঘন্য হত্যাকাণ্ডসহ এযাবৎ মোট ১২টি হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হলো জুম্ম জনগণের উপর। তার উপর আরো যোগ হলো গত ২০শে মে তারিখে সংগঠিত রাঙ্গামাটির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। জুম্ম জনগণ দিন দিন গণআন্দোলনের দিকে ধাবিত হচ্ছে। জুম্ম ছাত্র ও যুব সমাজ জঙ্গী হয়ে মিছিলে মিছিলে সেনা শাসনের অবসান ও স্ব-শাসনের দাবীতে রাজপথ প্রকম্পিত করছে। দেশের প্রখ্যাত বুদ্ধি-জীবি, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক ও ছাত্র-যুব সমাজ নির্ভীকভাবে জুম্ম জনগণের পাশে এগিয়ে আসছেন। গণহত্যা ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সংবাদ সরকার আর চেপে রাখতে পারছে না। গণতন্ত্রী খালেদা জিয়া সরকারের হীন মুখোশ বিশ্ববাসীর কাছে দিন দিন পরিস্কার হয়ে ফুটে উঠছে এবং দাতা দেশগুলোর কাছে তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে। বিগত ২১ ও ২২ এপ্রিল প্যারিসে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ এইড কনসোর্টিয়াম বৈঠক এবং তার পরবর্তী চাপগুলোই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

বাংলাদেশ নিরাপত্তা বাহিনী, অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশী মুসলমান ও সাম্প্রদায়িক ছাত্র সংগঠন কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত উল্লেখযোগ্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তালিকা, ১৯৭১ হতে ১৯৯২ মে পর্যন্ত।

গণহত্যা	নিহত	আহত	নিখোঁজ	হত্যাকারী
১। পানছড়ি-দিঘীনালা-বড়মেরুং (দিঘীনালা) ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৭১	১০	১	—	বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনী
২। কালানাল (পানছড়ি) ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৭১	৪৭	৪	—	ঐ
৩। কলমপতি (কাউখালী) ২৫শে মার্চ, ১৯৮০	৩০০ (আনুমানিক)	অসংখ্য	—	আর্মি, ভিডিপি ও অনুপ্রবেশকারী মুসলমান
৪। মাটিরাঙ্গা-বেলছড়ি ২৫শে জুন, ১৯৮১	৩০০ (আনুমানিক)	অসংখ্য	—	আর্মি, বিডিআর, ভিডিপি ও অনুপ্রবেশকারী
৫। ভূষণছড়া-হরিণা ৩১শে মে, ১৯৮৪	পুরুষ—২৪, নারী—১৪ শিশু—২৪ মোট—৬২	২	৫ জন নারী	২৬ ইবিআর আর্মি, ১৭ ব্যাটালিয়ন বিডিআর ভিডিপি ও অনুপ্রবেশকারী
৬। পানছড়ি-মাটিরাঙ্গা-খাগড়াছড়ি ১লা মে, ১৯৮৬	৫০	৫	৮৬	আর্মি, বিডিআর, ভিডিপি ও অনুপ্রবেশকারী
৭। রামবাবুঢেবা (মাটিরাঙ্গা) ১৮ই মে, ১৯৮৬	৪২	৮	—	বিডিআর, ভিডিপি ও অনুপ্রবেশকারী
৮। চ ড়াছড়ি (থানা—মেরুং) ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৮৬	১৮	১৬	—	৪১ ইবিআর (আর্মি), অনুপ্রবেশকারী ও ভিডিপি
৯। বাঘাইছড়ি ৮ই আগষ্ট, ১৯৮৮	৩৬ (নিখোঁজসহ)	২১	২৬ (সবাইকে হত্যা করা হয়)	আর্মি, ভিডিপি ও অনুপ্রবেশকারী
১০। লংগুছু ৪ঠা মে, ১৯৮৯	৩২	১১	—	ভিডিপি ও অনুপ্রবেশকারী
১১। মাল্যা (লংগছু) ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২	১৪	কয়েক জন	—	ভিডিপি ও অনুপ্রবেশকারী
১২। লোগাং (পানছড়ি) ১০ই এপ্রিল, ১৯৯২	২০০ (আনুমানিক)	১৫১ (আনুমানিক)	অসংখ্য	বিডিআর, ভিডিপি, আনসার ও অনুপ্রবেশকারী
১৩। রাঙ্গামাটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ২০শে মে, ১৯৯২	—	১৭	—	বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন, অনুপ্রবেশকারী ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য। দেড় শতাধিক জুম্ম বাড়ীঘর ও সম্পত্তি আগুনে পুঁড়ে দেয়া হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রত্যাগত ২৩ জন রাজনীতিবিদ, শিক্ষক, লেখক, আইনজীবী, সাংবাদিক, ছাত্রনেতা, মানবাধিকার কর্মীর যুক্ত বিবৃতি

১৮/০৪/৯২

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যালঘু জাতিসত্তা অর্থাৎ পার্বত্য জনগণের ঐতিহ্যবাহী উৎসব বৈ-সা-বি অনুষ্ঠানের কথা ছিল ৩০, ৩১ চৈত্র ও ১লা বৈশাখ (১২, ১৩, ১৪ এপ্রিল)। বৈ-সা-বি উদযাপন কমিটি এতে যোগদানের জন্য আমাদের আমন্ত্রন জানায় এবং সেমত আমরা গত ১১ এপ্রিল খাগড়াছড়ি যাই। ঐদিন দেশের সকল জাতীয় দৈনিকে একটি খবর প্রকাশিত হয় এই মর্মে যে "শান্তি বাহিনীর হামলায় খাগড়াছড়ি লোগাং গ্রামে ১ জন বাঙ্গালী ও ১০ জন উপজাতীয় নিহত হয়েছেন"। খাগড়াছড়ি গিয়ে আমরা স্বভাবতঃই ঐ অঞ্চলে যাবার আগ্রহ প্রকাশ করি ঘটনার সত্যাসত্য জানবার দায়িত্ববোধ থেকে। কিন্তু পরের দিন ১২ই এপ্রিল লোগাং যাবার পথে পানছড়িতে আমরা বাধাপ্রাপ্ত হই এবং আমাদের নিরাপত্তার কথা বলে নিরাপত্তা-বাহিনী আমাদের ঘটনাস্থলে যেতে বাধাদান করে। ফিরবার পথে এবং খাগড়াছড়িতে বহু সংখ্যক প্রত্যক্ষদর্শী এবং ঘটনার শিকার ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। কর্তৃপক্ষীয় বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গেও এ নিয়ে আমাদের কথা হয়। এ সব কিছু থেকে আমরা এই স্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, লোগাং গ্রামে একটি গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে। একজন বাঙালী কিশোর নিহত হওয়ার সূত্র ধরে সেখানে চাকমা ও ত্রিপুরা গুচ্ছগ্রামে গ্রাম প্রতিরক্ষা দল (ভিডিপি) ও আনসার বাহিনী কিছু বাঙালী দুস্কৃতিকারীর সহযোগিতায় হামলা চালায়। চারশ'রও বেশি ঘর সেখানে আগুন দিয়ে পোড়ানো হয় এবং শিশু নারী-বৃদ্ধসহ ২ শতাধিক মানুষকে হত্যা করা হয়। এ বর্বর গণহত্যার বর্ণনা শুনে আমরা স্তম্ভিত হই, এর নিন্দা জানানোর ভাষা আমাদের জানা নেই। এ বর্বর গণহত্যার কারণে পুরো অঞ্চলে পাহাড়ী জনগণের বার্ষিক উৎসবের সকল কর্মসূচী পরিত্যক্ত হয়। আনন্দ মুখর জনপদ শোক ও অশ্রুর জনপদে পরিণত হয়। ঘরছাড়া, মা হারানো, বাবা হারানো সন্তান হারানো নিরীহ দুর্বল দরিদ্র জনগণের সঙ্গে সঙ্গে আমারাও ক্ষুব্ধ। একইসঙ্গে আমরা ক্ষুব্ধ প্রকৃত ঘটনা চেপে রাখার জন্য কর্তৃপক্ষের ন্যাক্কারজনক চেষ্টায়।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়ছড়ি রাঙ্গামাটিতে পার্বত্য জনগণের উৎসবের অংশীদার হতে গিয়ে আমরা তাঁদের শোকের ও ক্ষোভের অংশীদার হয়েছি। অঞ্চলের জনগণ ও কর্তৃপক্ষের বিভিন্নস্তরে কথা বলে এবং বাস্তব অবস্থা দেখে আমরা বুঝেছি সমগ্র এলাকায় কার্যতঃ একটি সামরিক শাসন চলছে। সমগ্র বেসামরিক প্রশাসন আঞ্চলিক সামরিক প্রশাসনের অধীনস্ত এলাকায় সংবাদপত্র বা সাংবাদিকদের কোন স্বাধীন কার্যক্রম নেই। চলাফেরার স্বাধীনতা সাংঘাতিকভাবে সীমাবদ্ধ।

পাহাড়ী জনগণের সঙ্গে বাঙ্গালী জনগণের একটি কৃত্রিম দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে এবং তা অব্যাহত রেখে লাভবান হচ্ছে একটি কায়েমী স্বার্থবাদী মহল জাতীয় ঐক্য, অখণ্ডতা ও বাঙ্গালী জনগণের স্বার্থের কথা বললেও এই প্রক্রিয়ায় জাতীয় ঐক্য, অখণ্ডতা ও বাঙ্গালী সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের স্বার্থও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন যারা লড়াই করেছেন সেই বাঙ্গালী জনগণ কোনভাবেই অন্যজাতির উপর নিপীড়ন অনুমোদন করতে পারেন না। এই অবস্থার দায়দায়িত্ব রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের, বাঙ্গালী শাসক শ্রেণীর।

পার্বত্য অঞ্চলে অগণতান্ত্রিক পরিস্থিতি জিইয়ে রেখে চলাফেরার, মত প্রকাশ, তথ্য প্রকাশ, ইত্যাদির উপর নানা প্রকার বিধি নিষেধ আরোপ করে বিপুল লুণ্ঠন পরিচালিত হচ্ছে বলে আমাদের ধারণা। ঐ অঞ্চলে যে বিপুল রাজস্ব ব্যয় হচ্ছে তার বাস্তব পরিনতি সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করবার যথেষ্ট কারণ আছে। চাকমা মারমা ত্রিপুরা সহ বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষদেরকে বাঙ্গালীদের চাইতে ভিন্নভাবে সন্দেহ অসম্মানের চোখে কিংবা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে দেখার কারণে জটিলতা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিপুল সম্পদ ও সম্ভাবনার এলাকা পার্বত্য চট্টগ্রামের এই পরিস্থিতি সমগ্র জাতীয় উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক বিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। আমরা তাই পরিস্থিতি পরিবর্তনের আশু পদক্ষেপ হিসাবে কয়েকটি সুপারিশ করছি। আশা করি, নির্বাচিত সরকার এসব পদক্ষেপ গ্রহণ করে পার্ব্বত্য অঞ্চলে স্বাভাবিক ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টিতে উদ্যোগী হবেন।

১) অবিলম্বে লোগাং হত্যাকাণ্ডের স্বাধীন, নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীর তদন্ত করতে হবে। পুরো ঘটনা বিস্তারিতভাবে

প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে এবং দায়ী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। পর্যায়ক্রমে এতদিন যত হত্যাকাণ্ড, ধর্ষণ, নিপীড়ন হয়েছে সেই ঘটনাবলীর বিচার বিভাগীয় তদন্তকার্য পরিচালনা করে সকল তথ্য প্রকাশ করতে হবে ও দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি দিতে হবে।

২) পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে গত ২০ বছরে সৃষ্ট পরিস্থিতি, রাজস্ব ব্যয় ও তার ফলাফল সম্পর্কে শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে।

৩) পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সমস্যা রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সমাধানের জন্য বল প্রয়োগের নীতি বর্জন করে বিষয়টিকে সংসদের অধীনস্ত করতে হবে এবং ঐ সংসদে খোলাখুলি আলোচনার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪) সংসদ সদস্য ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন জাতীয় কমিটি গঠন করে তার মাধ্যমে ঐ অঞ্চলের বিভিন্ন ব্যক্তি-গোষ্ঠী-দল ও সামাজিক শক্তিসমূহের সঙ্গে আলোচনা শুরু করতে হবে এবং ঐ অঞ্চলে সন্ত্রাসমুক্ত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু করবার প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

৫) প্রশাসনকে সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রনমুক্ত করে বেসামরিক নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিত্বমূলক প্রশাসন কার্যকর করতে হবে।

৬) অঞ্চলের সমগ্র জনগণকে হাতে গোণা কিছু লোকের শান্তিবাহিনীর সঙ্গে এক করে দেখার বিদ্যমান দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন করতে হবে। ক্ষুদ্র জাতিসত্বাসমূহ যাতে নিজ নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে এদেশের সব মৌলিক অধিকার ধারণ করে পূর্ণাঙ্গ নাগরিক হিসাবে বেঁচে থাকতে পারেন সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

স্বাক্ষর

১। পঙ্কজ ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি
২। দিলীপ বড়ুয়া, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল
৩। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, কথাশিল্পী, সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ লেখক শিবির
৪। নিজামুল হক নাসিম, আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
৫। শাজাহান মিয়া, সভাপতি, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন
৬। আনুমুহাম্মদ, শিক্ষক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়,
৭। সৈয়দ হাশেমী, সাধারণ সম্পাদক, বাঙলাদেশ লেখক শিবির
৮। মোস্তফা ফারুক, কেন্দ্রীয় নেতা, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল,
৯। আদিলুর রহমান খান শুভ্র, আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
১০। সারা হোসেন, ব্যারিষ্টার
১১। নাসির-উদ-দোজা, সভাপতি, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন
১২। আহাদ আহমেদ সভাপতি, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন
১৩। বিপ্লব রহমান, প্রকাশনা সম্পাদক, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন
১৪। প্রিসিলা রাজ, সংবাদদাতা প্রিয় প্রজন্ম
১৫। আব্দুল জলিল ভূঞা, ডেইলী স্টার
১৬। আখতার আহমেদ খান, বাংলার বাণী
১৭। সলিমউল্লাহ সেলিম, আলোকচিত্র সাংবাদিক,
১৮। সৈয়দ সারোয়ার আলম চৌধুরী, বাংলাদেশ অবজারভার
১৯। সুবীর দাস, ভোরের কাগজ
২০। আহমেদ যোবায়ের, দৈনিক জনতা
২১। রোজালীন কস্তা, হটলাইন, বাংলাদেশ
২২। শিশির মোড়ল, বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ
২৩। মাসুদ আলম, জাতীয় যুব জোট

সংবাদ ঃ—

পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সমাবেশ, বিক্ষোভ মিছিল ও সাংবাদিক সম্মেলন

ঢাকা, ১৮ই ফেব্রুয়ারী। পার্বত্য চট্টগ্রামের সেনাবাহিনীর অত্যাচারের প্রতিবাদ ও বিরাজমান সমস্যার সমাধানের দাবীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যায়নরত জুম্ম ছাত্রছাত্রীরা গত ১৭ ফেব্রুয়ারী এক সমাবেশ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এই দিন সকাল বেলায় জুম্ম ছাত্রছাত্রীবৃন্দ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে পরিষদের সভাপতি প্রসিত বিকাশ খীসার সভাপতিত্বে এক সমাবেশে মিলিত হয়। দেশের বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের বাঙ্গালী ছাত্রছাত্রীবৃন্দও এই সমাবেশে অংশ গ্রহণ করেন এবং ছাত্র নেতৃবৃন্দ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। এদের মধ্যে ছিলেন মোঃ শহীদুল্লাহ (বাসদ), উদয় পাল, বেলাল চৌধুরী (সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট), নাসিরুদ্দোজা (ছাত্র ইউনিয়ন), নাজমুল হক প্রধান (ছাত্রলীগ-না-শ)। এসব জাতীয় ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ৫ দফা দাবীকে পূর্ণ সমর্থন ও পার্বত্য সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের দাবী জানান। সমাবেশে আলোচনার পর জুম্ম ছাত্রছাত্রীরা সংসদ ভবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে মাঝপথে তাদেরকে নগরীর পুলিশ বাধা দেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ৭ জন জুম্ম ছাত্র নেতাকে সংসদ ভবনে যেতে দেয়া হয়। জুম্ম ছাত্র নেতৃবৃন্দ জাতীয় সংসদ ভবনে স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলীর নিকট ৫ দফা সম্বলিত একটি স্মারকলিপি পেশ করেন।

একই দিনে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ একটি বিবৃতি প্রকাশ করে। এতে পার্বত্যাঞ্চলে সেনাবাহিনী কর্তৃক দুই জুম্ম নর-নারীকে হত্যা ও বাঘাইছড়িতে তিন বৌদ্ধ বিহারে মালামাল তছনছ করা ও আমতলীর মাল্যাতে বোমা বিস্ফোরণের পর জুম্মদের কুপিয়ে হত্যা, নারী ধর্ষণের ঘটনা বিধৃত করা হয়। এছাড়া এদিনে বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে। সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সভাপতি প্রসিত বিকাশ খীসা এবং অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন—করুণাময় চাকমা, মংথোয়াই মারমা, ধীরাজ চাকমা, কে এস মং ও মায়া রানী প্রমুখ।

জুম্ম ছাত্র গ্রেপ্তার, প্রতিবাদ মিছিল ও অনশন

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ঢাকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে ৮০/৯০ জন পাহাড়ী ছাত্রকে রাগড়স্থ হাতীমারা ক্যাম্পের জনৈক ক্যাঃ আটক করে। বাস থেকে নামিয়ে ছাত্রছাত্রীদেরকে ১০ জনের গ্রুপ করে জোরপুর্বক ছবি তোলা হয় এবং ৬ জন ছাত্রদেরকে রেখে বাকীদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়। আটককৃত ছাত্ররা হচ্ছে— ১) পুলক বরণ চাকমা পীং প্রিয়ময় চাকমা, গ্রাম গুইমারা, পতাছড়া। ময়মনসিংহ বিশ্ববিদ্যালয়, ২) অনুত্তর চাকমা পীং পুরুষোত্তম চাকমা খবাংপড়িয়া, খাগড়াছড়ি, ৩) অমর সাধন চাকমা পীং চন্দ্রমোহন চাকমা, পানছড়ি, ৪) প্রতিপণ খীসা, পেরাছড়া, খাগড়াছড়ি, ৫) মনোৎপল চাকমা পীং মন মোহন চাকমা, পানছড়ি ও ৬) অনিমেশ চাকমা (রিংকু) পীং অরুণচন্দ্র চাকমা, পানছড়ি।

জুম্ম ছাত্রদের এই অবৈধ গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে জুম্ম ছাত্রছাত্রীরা ঢাকা, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়িতে একযোগে এক বিক্ষোভ মিছিলও সমাবেশ করে।

মিছিলের শেষে বিকেলে চেঙ্গী স্কোয়ারে ক্যাজরী মারমার সভাপতিত্বে এক প্রতিবাদসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন আশীষ চাকমা, উনসানু মারমা, উদয়ন চাকমা, রনি রোয়াজা, নিশিতা চাকমা ও দেবাশীষ চাকমা।

এছাড়া উক্ত ছাত্রদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ১২ই মার্চ ঢাকা, খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটিতে একযোগে প্রতীক অনশন ধর্মঘট পালন করে।

মুক্ত আলোচনা

ঢাকা, ২২শে মার্চ। সাপ্তাহিক দেশদশ এর উদ্যোগে ঢাকার গণউন্নয়ন গ্রন্থকেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে গত ২১শে মার্চ '৯২, আন্তর্জাতিক বর্ণবাদ বিরোধী দিবসে পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সম্পর্কে এক মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন মানবাধিকার কর্মী ফাদার আর ডব্লিউ টিম। সভার শুরুতেই বিশিষ্ট সাংবাদিক চিনময়

মুৎসুদ্দী পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এরপর আলোচনায় অংশ নেন যথাক্রমে জনাব রাশেদ খান মেনন এম. পি (ওয়ার্কার্স পার্টি), জনাব কর্ণেল (অবঃ) আকবর হোসেন এম, পি (বি এন পি), জনাব তোফায়েল আহম্মদ এম. পি (আঃ লীগ), মিঃ দীপংকর তালুকদার এন পি (আঃ লীগ) চাকমা রাজা ব্যারিষ্টার দেবাশীষ রায়, মিঃ সুবোধ বিকাশ চাকমা (সভাপতি, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ), জনাব মোস্তফা ফারুক (ছাত্রনেতা), মিঃ প্রসিত বিকাশ খীসা (সভাপতি পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ , এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক সেলিম সামাদ।

আলোচনাকারীদের মধ্যে কর্ণেল (অবঃ) আকবর হোসেন ব্যতীত সকলেই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে রাজনৈতিক সমস্যা বলে চিহ্নিত করে রাজনৈতিকভাবে সমাধানের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। কর্ণেল (অবঃ) আকবর হোসেন পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে অর্থনৈতিক ও আইন শৃংখলা জনিত সমস্যা বলে উল্লেখ করেন। সভাপতির ভাষণে ফাদার টিম বহিরাগত মুসলমানদের কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মদের ভূমি বেদখলের প্রক্রিয়া রোধ করার ব্যবস্থা নেয়ার আহ্বান জানান।

সভা শেষে দেশদশ পত্রিকার সম্পাদক জনাব ফারুক ফয়সল একটি প্রস্তাবনা পেশ করেন। তিনি বলেন, "আমাদের দাবী দেশে যেহেতু সার্বভৌম সংসদ রয়েছে অতএব এই সমস্যা সংসদে উত্থাপণ করা হোক এবং সংসদীয় পদ্ধতিতে এই সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা নেয়া হোক"।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী

লোগাং, ২৭শে এপ্রিল। লোগাং গুচ্ছগ্রাম হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করতে গত ২৫শে এপ্রিল বাংলাদেশর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আব্দুল মতিন চৌধুরী লোগাং এ স্থানীয় জুম্ম নেতৃবৃন্দ ও ছাত্রছাত্রীদের এক সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। এ সময় ৬ জন জুম্ম ছাত্রাছাত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে একটি স্মারকলিপি দিতে চাইলে যেই মুহুর্তে তিনি স্মারকলিপিটি গ্রহন করছেন ঠিক সেই সময়ে তাঁর পার্শ্বে উপবিষ্ট জি ও-সি. মেজর জেনারেল মাহমুদুল হাসান তা ছিনিয়ে নেন। এছাড়া জি-ও-সি'র ইঙ্গিতে তৎক্ষনাৎ আর্মিরা ছাত্রছাত্রীদেরকে সেখান হতে অন্যত্র সরিয়ে নেয়। তাদেরকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে কোন কথা বলতে দেয়া হয়নি। এতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কোন প্রতিবাদ করেন নি, বরং নীরবে ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেন। এ সময় সেখানে সাংসদ মিঃ কল্প রঞ্জন চাকমা ও মিসেস ম্যামা চিংসহ আরো অনেকে উস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রীর নিকট স্মারকলিপি পেশ

গত ১৯শে এপ্রিল ঢাকাস্থ পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ লোগাং হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নিকট এক স্মারকলিপি পেশ করেছে। ঐদিন দুপুরে ঢাকাস্থ জুম্ম ছাত্রছাত্রীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সম্মুখে এক জনসমাবেশের আয়োজন করে। এই সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি শ্রী প্রসিত বিকাশ খীসা এবং বক্তব্য রাখেন সর্বশ্রী সঞ্চয় চাকমা, ধীরাজ চাকমা কে-এস মং করুণাময় চাকমা প্রমুখ।

সমাবেশের পর ছাত্রছাত্রীবৃন্দ একটি মৌন মিছিল করে প্রধানমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। মিছিলটি বাংলামোটরে পৌছলে নগরীর পুলিশ তাদেরকে বাধা দেয়। এরপর প্রসিৎ বিকাশ খীসার নেতৃত্বে চার সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রীকে সচিবালয়ে স্মারকলিপি প্রধান করতে যান। এর আগে ১৩ই এপ্রিল জুম্ম ছাত্রছাত্রীরা খাগড়াছড়িতে এক বিরাট প্রতিবাদ মিছিল করেছে।

হত্যাকারী পুরস্কৃত

গত ১৩ই এপ্রিল পানছড়ি থানার ও-সি, লোগাং গুচ্ছ-গ্রামে দুই শতাধিক জুম্ম হত্যার অপরাধে ৬ জন ভিডিপি সদস্য ও ৬ জন অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেপ্তার করে খাগড়াছড়িতে হাজতে চালান দেয়। কিন্তু সেনাবাহিনীর প্রশ্রয়ে উক্ত গ্রেপ্তারকৃত অপরাধীরা তিন দিন পরে ১৬ই এপ্রিল বেকসুর খালাস পেয়ে পানছড়িতে ফিরে আসে। এছাড়া লোগাং নিবাসী মন্টু মিঞা জলিল ও মন্নান তালুকদার জানায় যে, শত শত জুম্ম হত্যা করার কৃতিত্বের জন্য গ্রেপ্তারকৃতদেরকে জনপ্রতি নগদ ১০ হাজার টাকা ও এক বৎসরের ফ্রি রেশন দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছে। বর্তমানে এরা পানছড়িতে অবস্থান করছে ও আরো ভিডিপি ট্রেনিং নিচ্ছে।

শেখ হাসিনার পাল্টা

পানছড়ি, ২৮শে এপ্রিল। গত ২৭শে এপ্রিল বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার তিনটি রাজনৈতিক দলের ১৫ জন সাংসদ সহ লোগাং গুচ্ছগ্রাম সরেজমিনে সফরের পর পূজগাং হাই স্কুল মাঠে এক জনসভায় সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। তিনি এক পর্যায়ে বলেন "এরূপ হত্যাকাণ্ড যেন আর না ঘটে তার সবরকম চেষ্টা আমি করে যাবো"। তাঁর এই বক্তব্যে প্রতিক্রিয়া হিসেবে পানছড়ি আর্মি ক্যাম্পের কম্যাণ্ডার মেজর হামিদ রেজা (৩৩ ই বি আর) অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে এক পাল্টা মিটিং করে। সে সেই মিটিং এ প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যে, একজন মুসলমান মরলে ১০ জন পাহাড়ী (জুম্ম) কে হত্যা করা হবে।

৭,০০০ টাকা পুরস্কার

লোগাং হত্যাকাণ্ডের সরেজমিন তদন্ত করতে আসা সাংবাদিক, আইনজীবি, অধ্যাপক, রাজনীতিবিদ (মোট ২৯ জন)-এর তদন্তকারী দলের নিকট মিঃ বৈশিষ্ট্যমণি চাকমা ও সুখমণি চাকমা সাক্ষাৎকার প্রদান করে। এই দুই জনের সাক্ষাৎকারের ফলে লোগাং হত্যাকাণ্ডের মূল রহস্য উদ্ঘাটিত হলে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান সমিরণ দেওয়ান খুবই বিপাকে পড়েন। তাই উক্ত সুখমণি চাকমাকে ধরে দেওয়ার জন্য ৭ ০০০ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেন। এছাড়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রিকে স্বারকলিপি প্রদানকারী ৪ জন ছাত্র ও সরকারী গ্রাম প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি মিঃ হিমাংশু বিকাশ চাকমা আর্মিদের রোষানলে পড়ে গা ঢাকা দিতে বাধ্য হয়েছে।

প্যারিস বিক্ষোভ

গত ২১ ও ২২শে এপ্রিল প্যারিসে বাংলাদেশ সাহায্যদাতা সংস্থা (বাংলাদেশ এইড কনসোর্টিয়াম)'র বার্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রত্যেক বৎসর মোটামুটি এই সময়ে এই বৈঠক বসে এবং এই বৈঠকেই বাংলাদেশকে দেয়া সাহায্যের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়। বিশ্ব ব্যাংকও এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করে থাকে।

বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই বৈঠক চলাকালে বিশ্ব ব্যাংকের এইড ক্লাব ভবনের সম্মুখে পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মদের উপর প্রতিনিয়ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবাদে এক বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সার্ভাইভাল ইন্টারন্যাশনাল ও পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের জেনেকি এরেন্স'র উদ্যোগে আয়োজিত এই বিক্ষোভ মিছিল ইউরোপে অবস্থাতরত অনেক জুম্ম অংশগ্রহণ করেন। এই মিছিলের সমর্থনে তিব্বত সাপোর্ট গ্রুপ ও পূর্ব টাইমুর সাপোর্ট গ্রুপ অংশগ্রহণ করে।

এই বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত করার পূর্বে প্যারিসের A La Cimade, 176 rue de Grenelleতে এক সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়। এই সাংবাদিক সম্মেলনে পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণে বাংলাদেশকে বৈদেশিক সাহায্য কমিয়ে দিতে সাহায্যকারী দেশ ও সংস্থাসমূহের প্রতি আহ্বান করা হয়।

সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশ ও সংস্থা পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিনিয়ত মানবাধিকার লঙ্ঘন, বিশেষ করে মাল্যা ও লোগাং হত্যাকাণ্ড বিষয়ে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ডেনমার্ক, সুইডেন, ব্রিটেন, নেদারল্যাণ্ড, ইউ-এন-ডি-পি জার্মানী, কানাডা ও অন্য একটি দেশের প্রতিনিধিদল এই বৈঠকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানকে বিশেষভাবে চাপ দেয়ার ফলে লোগাং হত্যাকাণ্ডের বিচার বিভাগীয় তদন্ত এবং তদন্তের ফলাফল জনসমক্ষে প্রচার করার কথা দিতে বাধ্য হন। উল্লেখযোগ্য যে এই বৈঠকের পর সাহায্যকারী দেশ ও সংস্থাসমূহের পক্ষে ঢাকা সহ ব্রিটিশ হাইকমিশনার সি এইচ, ইমরে লোগাং হত্যাকাণ্ডের বিচার বিভাগীয় তদন্ত সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকার থেকে খোঁজ-খবর নেয়া অব্যাহত রেখেছেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ছেড়ে চলে যাবার জন্য অনুপ্রবেশকারীদের অসন্তোষ ও মারামারি

চলতি মাসের (মে) প্রথম সপ্তাহে লংগদু উপজেলার মায়নীমুখ বাজার শুধুমাত্র অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে এক মিটিং হয়। এই মিটিং-এ কয়েক শত বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী উপস্থিত থাকে। শান্তি বাহিনীর উপর্যুপরি আক্রমণ থেকে অনুপ্রবেশকারীদের জানমালের যথাযথ নিরাপত্তা বিধানের দাবীতে বাংলাদেশ আর্মীর উপর চাপ সৃষ্টি করাই এই মিটিং এর উদ্দেশ্য ছিল বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে। এই মিটিং-এর এক পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার আওয়াজ উঠে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার পক্ষে ও বিপক্ষে সুস্পষ্টভাবে দুদলে ভাগ হয়ে যায়। উভয় পক্ষের মধ্যে যুক্তি ও পাল্টা যুক্তিতে তীব্র বাকবিতণ্ডা চলে। এক পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম ছেড়ে চলে না যাওয়ার পক্ষ অপর পক্ষকে আর্মীদের দিয়ে মারপিট করার হুমকি দিলে তারা উত্তেজিত হয়ে উঠে এবং শেষে এই দুই দলের মধ্যে মারামারি শুরু হয়ে যায়। এই ঘটনায় ১৮ জন আহত হয় এবং এর মধ্যে কয়েক জনের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গেছে। আহতদের পার্শ্ববর্তী লংগদুর আল-রাবেতা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ছেড়ে চলে যাবার পক্ষে যারা নেতৃত্ব দেয় তাদেরকে আর্মীরা লংগদু জোনাল হেডকোয়ার্টারে ডেকে নিয়ে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ আটক করে রাখে এবং বিভিন্ন ধরনের হুমকি দিয়ে ছেড়ে দেয়। কিন্তু তাদের অনুসারীরা আর্মী কর্তৃক মারপিটের শিকার হয়। প্রকৃত ঘটনা ফাঁস হয়ে গেলে সরকার ও আর্মীরা বেকায়দায় পড়বে বলে তা প্রকাশ না করতে আর্মীরা হুমকি দেয় এবং বি এন পি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে দলীয় কারণে এই মারামারি হয়েছে বলে প্রচার করতে আর্মীরা শিখিয়ে দেয়।

প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এই অনুপ্রবেশকারীদেরকে এই লংগদু এলাকায় বসতি দেন এবং জুম্ম অধ্যুষিত

এই এলাকার গুলছাখালি, মাল্যা, কালা পাগয্যা, বগাচদর, কাকপয্যা, টিনটিল্যা ও আরো অনেক গ্রাম অনুপ্রবেশকারীরা সম্পূর্ণভাবে বেদখল করে নেয়। এই অনুপ্রবেশকারীদেরকে খেদিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে শান্তি বাহিনী সামরিক চাপ বৃদ্ধি করলে অনুপ্রবেশকারীরা আর্মী ও সরকারের উপর ক্ষেপে যায় কেননা সরকার তাদেরকে বিভিন্ন লোভ দেখিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়ে আসে এবং পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ছেড়ে চলে যেতে চাইলে আর্মীরাই এযাবৎ বাধা দিয়ে আসছে।

রাঙ্গামাটির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

লোগাং হত্যাকাণ্ডের ছোপ ছোপ তাজা রক্ত শুকোবার, মুছে যাবার পূর্বেই পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের রাজধানী রাঙ্গামাটি শহরের বুকে প্রকাশ্য দিবালোকে এবং প্রশাসনের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় জঘন্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হলো গত ২০ শে মে। এবং তাও ঘটেছে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম সফর করে যাবার এক সপ্তাহ পর মাথায়। সোয়া একশত বছর পুরানো নৈসর্গিক শোভায় পরিপূর্ণ এই শহর এবারই প্রথম প্রত্যক্ষ করলো হিংস্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার। একতরফা দাঙ্গার।

প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেছে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ তার তৃতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী রাঙ্গামাটি শহরে উদ্‌যাপন করায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী রাঙ্গামাটি শহরে অনুষ্ঠিত হলে সমগ্র জুম্ম ছাত্র সমাজ ও জুম্মদের মধ্যে এর গভীর প্রভাব ফেলবে এবং নিশ্চিত যে তা সুদূর প্রসারী হবে। তাই এই অনুষ্ঠান বানচাল করার জন্য বাংলাদেশ আর্মীর রাঙ্গামাটি ব্রিগেড ষড়যন্ত্রের পথ অবলম্বন করে। গত ২০ শে মে ছাত্র পরিষদ যখন তার ৩য় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পরিচালনা করছিল তখন রাঙ্গামাটি শহরের কয়েকটি সাম্প্রদায়িক সংগঠনকে দিয়ে এই অনুষ্ঠান আক্রমণ করায়। প্রথম আক্রমণ করায় রাঙ্গামাটি শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গনে। এরপর বনরূপা নামক স্থানে সুসংগঠিত আক্রমণ চালানো হয়। তখন জুম্ম ছাত্রছাত্রীরা অনুষ্ঠান শেষে স্ব স্ব বাড়ীতে ফিরছিল। এই দ্বিতীয়বারের আক্রমণে বল্লম, কিরিচ, লোহার রড, লাঠি ইত্যাদি মারাত্মক অস্ত্র দিয়ে হামলা চালানো হয়।

সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায় থাকায় জুম্ম ছাত্ররা বেশ আহত হয়ে পরে। এই সময়ে কর্তব্যরত পুলিশ জুম্ম ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্য করে কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে এবং সেনাবাহিনীর সদস্যরা শূন্যে গুলি ছোঁড়ে। পুলিশ ও সেনাবাহিনী সদস্যদের মদতে দাঙ্গাকারীরা কাটা পাহাড়, বনরূপা ও ট্রাইবেল আদামের দেড়শতাধিক গৃহে অগ্নি সংযোগ করে। বহু জুম্ম ঘর দোকান ও ব্যবসায়িক প্রাতিষ্ঠান লুট হয়। তিন ঘন্টা পর্যন্ত দাউ দাউ করে এই অগ্নিকাণ্ড চললেও এক কিলোমিটার দূরবর্তী অগ্নি নির্ব্বাপক কেন্দ্র থেকে কোন অগ্নি নির্ব্বাপক গাড়ী যায়নি।

বাঙ্গালী ছাত্র পরিষদ, ইসলামী ছাত্র শিবির, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন ছাড়াও বি এন পি ও বাঙ্গালী গণ পরিষদ এই দাঙ্গায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। জানা গেছে দাঙ্গাকারীদের আক্রমণে ১৭ জন জুম্ম আহত হয়েছে, এর মধ্যে কয়েকজন-এর অবস্থা গুরুতর। রাঙ্গামাটির এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কোন একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। জুম্ম জাতিকে ইতিহাস থেকে নিশ্চিহ্ন করার যে ষড়যন্ত্র উগ্র জাতীয়তাবাদী ও উগ্র ঐস্লামিক সম্প্রসারণবাদী বাংলাদেশ সরকারসমূহ চালিয়ে যাচ্ছে এটি তারই একটি অংশ মাত্র।

দিঘীনালায় সেনাবাহিনীর সন্ত্রাস

অতি সম্প্রতি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা দিঘীনালা উপজেলায় এক ব্যাপক সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে। সেনাবাহিনীর এই সন্ত্রাসী তৎপরতায় দিঘীনালা ক্যান্টনমেন্টের পার্শ্ববর্তী কবাখালী, বোয়ালখালী, পাবলাখালী ও বানছড়া গ্রামের জুম্মরা ব্যাপক লুট, গৃহে অগ্নিসংযোগ শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে।

গত ১২ই মে দিঘীনালা ক্যান্টনমেন্টের ২ নং বেঙ্গলের সেনা সদস্যরা কবাখালী গ্রামে অভিযান চালিয়ে কিনারাম চাকমা, পূর্ণ কুমার চাকমা ও সম্রাট কুমার চাকমার বাড়ি হতে সমস্ত ধান মুল্যবান জিনিষপত্র লুট করে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যায়। ১৬ই তারিখে উক্ত সেনাসদস্যরা আবার বোয়ালখালী ও বানছড়া গ্রামের ২৪ জন নিরপরাধ জুম্ম নরনারীকে বেদমভাবে মারপিট করে। সেনাবাহিনীর এই নির্যাতনের হাত থেকে ৮ বছরের বিকলাঙ্গ শিশু মিনা চাকমা ও অপর কালাচান চাকমা (৮) পীং লক্ষ্মনি চাকমাও রেহাই পায়নি। আর এই অভিযানের সময় দিঘীনালা হাই স্কুলের ১০ম শ্রেণীর ছাত্রী রিণা চাকমা (১৬) পীং শান্তিময় চাকমাকে ধর্ষণ ও নির্যাতন করে মেরে ফেলা হয়েছে।

এছাড়া ২০শে মে একই সেনা সদস্যরা আবার গুলিবর্ষণ করতে করতে কুপারঞ্জন কার্বারী পাড়া (কবাখালী) ও বেরিয়া কার্বারী পাড়া পাবলাখালী) ঢুকে ৩ জনকে আটক ও ৩০টি ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেয়। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত আটককৃত জুম্মদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়নি। সেনাবাহিনীর এই সন্ত্রাসী অভিযানের ফলে ভীত সন্ত্রস্থ গ্রামবাসীরা বনে জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। বর্তমানে এই সমস্ত ক্ষতিগ্রস্থ জুম্মরা বলে জঙ্গলে মৃত্যুর সাথে লড়ছে। বলা বাহুল্য যে সেনাবাহিনীর এই সন্ত্রাসী তৎপরতা জুম্ম উচ্ছেদ কার্যক্রমের এক অবিচ্ছিন্ন ঘটনা।

গণহত্যা। আর কত গণহত্যা ?

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতাপশালী প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট সে নয়। লংগদুর (টিনতিল্যা) ৮ বৎসর বয়সী এক স্কুল ছাত্র। লংগদু হত্যাকান্ডে (৪ঠা মে, ১৯৮৯) আহত হয়ে হাসপাতালে।

শ্রীমান রিগান চাকমা

মাল্যা হত্যাকান্ড
২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২

চিগোন মিলা চাকমা (২ বৎসর)। চির নিদ্রায় শায়িতা। বেআইনী বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশকারী ঘাতকদের কোতলের শিকার।

লোগাং গণহত্যা
১০ই এপ্রিল, ১৯৯২ইং

আহত অনেকের মধ্যে কুমারী সুমিত্রা চাকমা (২২), শ্রী শান্তি রঞ্জন চাকমা (১৪) ও শ্রীমতি কুমোরী চাকমা (৪২ বৎসর)।

রাঙ্গামাটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা
২০শে মে, ১৯৯২ইং

জুম্ম জাতি ধ্বংসের কার্য্যক্রমে প্রাক্তন স্বৈরাচারী সরকার গুলো দেশ ও বিদেশের চাপের আশংকায় রাঙ্গামাটি শহরের বুকে দাঙ্গা করার ঐকান্তিক লোভকে অবদমিত করেছে। কিন্তু সমস্ত জড়তা, লজ্জা ও আশংকার মাথা খেয়ে নির্বাচিত গণতন্ত্রী খালেদা জিয়া সরকার তার সূচনা করল। প্রত্যন্ত পাহাড়ী অঞ্চল থেকে শ্বেত সন্ত্রাস রাঙ্গামাটি শহরে আমদানী করল।

শ্রী রিপন চাকমা (২১)। ২য় বর্ষ, বাংলাদেশ ব্যুরো অব একাউন্টিং, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। গুরুতর আহত অবস্থায় রাঙ্গামাটি সদর হাসপাতালে।

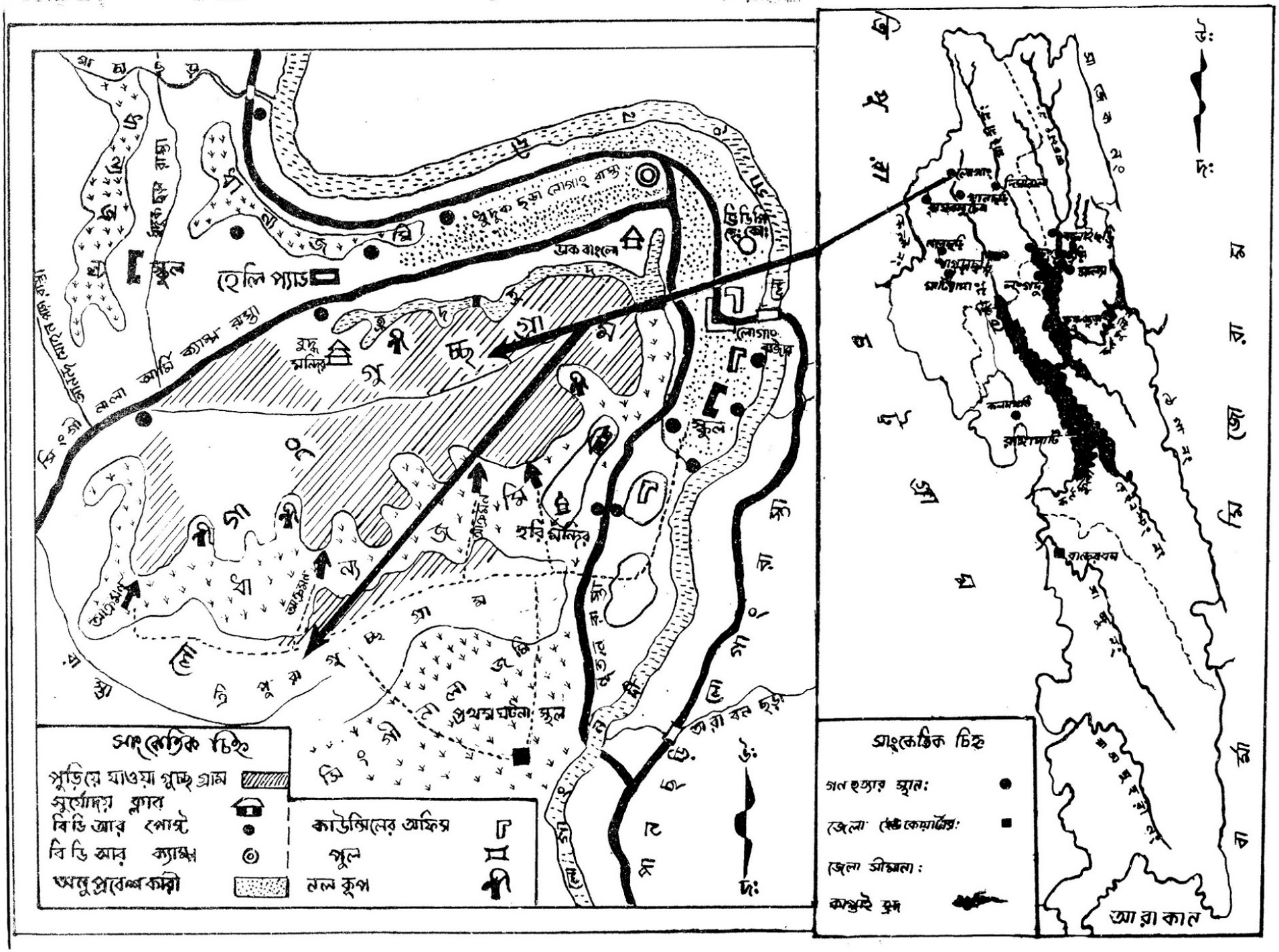

... বিভাগ।
পার্বত্য চট্টগ্রাম ...